তারিখ ... 17 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

29

05

দৈনিক খবর

ছাত্র ভর্তি সংকট

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতেই এবারও দেখা দিয়েছে বরাবরের মত সেই সমস্যা, অর্থাৎ ভর্তি সমস্যা। রাজধানীর অনেক অভিভাবকই এখন নিজেদের ছেলে-মেয়ের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। কারণ, রাজধানীর প্রায় প্রতিটি স্কুলেই আসনসংখ্যা সীমিত। জানা গেছে, ১টি আসনে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে গড়ে প্রায় ১০টি। ভর্তি পরীক্ষায় একজন হয়তো নির্বাচিত হলো, কিন্তু বাকী ৯ জন ভর্তি প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীর কি দশা হবে সেই ভাবনায় অস্থির তাদের মা-বাবা তথা অভিভাবক। তাদের মনে এখন স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উকি দিচ্ছে যে, তাদের ছেলেমেয়েরা শেষ পর্যন্ত কাঙ্খিত কোন স্কুলে ভর্তি হতে পারবে তো?

এই প্রশ্নটি শুধু এবার নয়, প্রতি বছরই শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ওঠে। অভিভাবকরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মোটামুটিভাবে প্রায় সকল অভিভাবকই চান তাদের ছেলেমেয়েরা একটা ভালো স্কুলে পড়বে। সেজন্য তারা কাছের অথবা দূরের ভালো স্কুলেরই সন্ধান করেন। অথচ অধিকাংশ ভালো স্কুলেই আসনসংখ্যা সীমিত। ভর্তির জন্যে আবেদনপত্র জমা পড়ে সে তুলনায় বহুগুণ বেশী। ১টি আসনের জন্যে ১০/১৫টি বা ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশী আবেদনপত্র জমা পড়ে। কয়েক বছর আগেও মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরকারী স্কুলেই ভর্তিপ্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হতো। কারণ, তখন ভালো স্কুল বলতে মূলতঃ সরকারী স্কুলগুলোকেই বোঝাতো। এখন সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি স্কুলেই ছাত্র ভর্তির ভিড় পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে যে সমস্ত স্কুলে পাঠদানের মান এবং এসএসসি পরীক্ষার ফল ভালো ঐ সব স্কুলেই ভিড়ের মাত্রাটা একটু বেশী। কেননা অভিভাবকদের ধারণা, ভালো কোন স্কুলে না দিতে পারলে তাদের ছেলেমেয়েরাও ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না। অবশ্য অনেক অভিভাবক আছেন যারা ছেলেমেয়েদের কোনরকমে ভর্তি করাতে পারলেই যেন বেঁচে যান। কিন্তু শিক্ষাবর্ষের শুরুতে আসনসংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে গিয়ে তাদের এক মহা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়।

অভিভাবকদের এই সমস্যাকে পুঁজি করে কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ আর্থিক সুবিধা আদায়ের প্রয়াস পান। কোন কোন বেসরকারী স্কুলে মোটা অংকের ডোনেশনের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। ডোনেশন প্রথা চালু থাকায় আর্থিকভাবে সচ্ছল অভিভাবকরা টাকা দিয়ে হলেও ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই তাদের সমস্যা প্রতিকারের উপায় কি।

শিক্ষা লাভের অধিকার দেশের প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দারিদ্র্য তথা সকল প্রকার পাশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। দেশের শতকরা ৭৬ জন মানুষই নিরক্ষর। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক বা নৈতিক উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। এই বাস্তবতার আলোকেই শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্যে সরকারীভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্যেও কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতি বছর যখন নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্র ভর্তি সংকট দেখা দেয় তখন মনে হয় না শিক্ষা বিস্তারের কোন সদিচ্ছা সরকারের রয়েছে।

যদি সরকার সত্যি সত্যিই শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষিত নাগরিক রূপে গড়ে তুলে জাতীয় সমস্যা মোকাবেলার চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন তাহলে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে সর্বত্রই প্রয়োজনীয় চাহিদার নিরিখে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে- যাতে সীমিত আসনসংখ্যার অজুহাতে আর কখনোই ভর্তি সংকটের প্রশ্ন না উঠে। মোটকথা, ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। অভিভাবকদের এ নিয়ে আর বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলা যাবে না। আমরা মনে করি, ছাত্র ভর্তির প্রশ্নে অভিভাবকদের দায়িত্ব যতটুকু তারও চেয়ে বেশী দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। তাই রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন এলাকায় ভর্তিপ্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা নিরূপণ করে আগে থেকেই ভর্তি সমস্যা মোকাবেলার জন্য সরকারকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। এজন্যে নতুন স্কুল স্থাপনসহ কোন কোন স্কুলে ডবল শীফট ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যে সমস্ত স্কুল ভালো তালিকাভুক্ত হতে পারছে না ঐ সমস্ত স্কুলের উন্নয়নের জন্য সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিটি স্কুলকেই যদি সমমানের পর্যায়ে উন্নীত করা যায় তাহলে কিছুসংখ্যক স্কুলকে কেন্দ্র করে যে তীব্র ভর্তি সংকট পরিলক্ষিত হয় তা দূর হবে বলেই আমাদের ধারণা। এজন্যে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা প্রয়োজন।